

সূচিপাতা

- শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনায্জিদ (হাফিয়াছুল্লাহ) পরিচিতি
- অনুবাদের কথা
- স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ
- মক্কা-মদীনায় কি মহামারী হতে পারে?
- উস্কা এবং নক্ষত্রের ব্যাপারে কুরআনে কি বৈজ্ঞানিক ভুল রয়েছে?
- বালকের বৃদ্ধ হবার পূর্বেই কিয়ামত শীর্ষক হাদিস নিয়ে সংশয় নিরসন
- স্রষ্টা কি তাঁর মতো আরেকজন স্রষ্টাকে তৈরি করতে পারেন?
- ইসলামে কি নারীদেরকে কুকুর আর গাধার পর্যায়ে গণ্য করা হয়?
- ইসলাম ও বাল্যবিবাহ
- জিহাদের উদ্দেশ্য কি শুধুই অমুসলিমদেরকে হত্যা করা?
- ইসলামে নারীদেরকে কি পুরুষদের তুলনায় কম অধিকার দেয়া হয়েছে?
- কবি আসমা বিনত মারওয়ানকে হত্যার ঘটনা কতোটুকু সত্য?

নবী(ﷺ) কি মন্দভাষী ছিলেন?

জান্নাতীদের আমল করা কাউকে কি শুধুমাত্র

তাকদিরের প্রভাবে জোর করে জাহান্নামী বানিয়ে দেয়া হয়?

কুরআন কি ঠিকভাবে সংরক্ষিত নেই?

উসমান(রা.) সংকলিত কুরআনের কপিতে আসলেই কি

লিপিকারদের ভুল (Scribal Errors) বা ব্যাকরণগত ভুল ছিলো?

একজন স্রষ্টা থেকে থাকলে মানবজাতির দুঃখ-যন্ত্রণায় কেন তিনি বাধা দেন না?

পৃথিবীতে ছোট শিশুরা কেন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে?

শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ(হাফিয়াহুল্লাহ) পরিচিতি

বর্তমান সময়ের এই বিদগ্ধ আলেম জন্মগ্রহণ করেন ৩০শে যিলহজ্জ ১৯৮০ হিজরীতে (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর জন্ম হয়েছিলো সিরিয়াতে বসবাসকারী একটি উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনি পরিবারে। ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠা সৌদি আরবে। তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সম্পন্ন করেন রিয়াদে। অনার্স সমাপ্ত করেন যাহরানে। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেনঃ শায়খ আব্দুল আযিয বিন বায, শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন, শায়খ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন। যাঁর কাছে তিনি সবচেয়ে বেশি দীক্ষা নিয়েছেন তিনি হচ্ছেন- শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আল বার্বাক। তাঁর কুরআনের উস্তাদ ছিলেন শায়খ সাঈদ আল আব্দুল্লাহ্। এছাড়াও যে শায়খদের থেকে তিনি উপকৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেনঃ শায়খ সালিহ বিন ফাউযান আল ফাওয়ান, শায়খ আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ আল গুনাইমান, শায়খ মুহাম্মদ ওয়ালাদ সিদি আল-হাবিব শানকিতি, শায়খ আব্দুল মুহসিন যামিল, শায়খ আব্দুর রহমান বিন সালাহ আল মাহমুদ প্রমুখ। প্রশ্নোত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন কিংবদন্তী আলেম শায়খ আব্দুল আযিয বিন বায(র.) থেকে। দীর্ঘ ১৫ বছর শায়খের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। শায়খ বিন বাযই তাঁকে পাঠদানের পথে নিয়ে আসেন।

তিনি ১৯৯৬ সালে islamqa.com (ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব) ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করেন। যা বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামী ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটটি একটি ইসলামী জ্ঞানকোষ। এর লক্ষ্য হচ্ছে – ইসলাম সম্পর্কিত প্রশ্নাবলির গবেষণানির্ভর, দলিলভিত্তিক এবং যতদূর সম্ভব বিস্তারিত ও সহজভাষায়

উত্তর প্রদান। এ ওয়েবসাইটে মুসলিম-অমুসলিম সকল প্রশ্নকারীর ইসলামি শরিয়াম সম্পর্কিত কিংবা মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। এ ওয়েবসাইটটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা ও সালাফে সালিহিনের অনুসরণের প্রচার করে। এ ওয়েবসাইট সর্বোচ্চ চেষ্টা করে, যাতে করে উত্তরগুলো হয় কুরআন-সুন্নাহর দলিলভিত্তিক এবং গৃহীত হয় ইমাম আবু হানিফা(র.), ইমাম মালিক(র.), ইমাম শাফিয়ঈ(র.) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল(র.) এর মাযহাব চতুষ্টয়ের আলেমগণের বক্তব্য, পূর্বসূরি বা উত্তরসূরি অন্যান্য আলেমগণের বাণী, ফিকাহ কাউন্সিলগুলোর সিদ্ধান্তবলি ও ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী তালিবুল ইলমগণের মতামত থেকে। শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনায্জিদের রচনাকৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে:

- ১। ‘কুনু আলাল খাইরি আওয়ানা’ (কল্যাণের সহযোগী হোন)।
- ২। ‘আরবাউনা নসীহা লি ইসলাহিল বুয়ুত’ (ঘর সংশোধনে ৪০টি নসিহত)।
- ৩। ‘ছালাছা ও ছালাছিন সাবাবান লিল-খুশু’ (খুশু অর্জনের ৩৩টি উপায়)।
- ৪। ‘আল-আসালিব আন-নাবাওয়িয়া ফি ইলাজিল আখত্বাহ’ (ভুল সংশোধনে নবীজির পস্থা)।
- ৫। ‘সাবউনা মাসয়ালা ফিস সিয়াম’ (রোযার ৭০টি মাসয়ালা)।
- ৬। ‘ইলাজুল হুমূম’ (দুঃশ্চিন্তার প্রতিকার)।
- ৭। ‘আল-মানহিয়্যাআত আশ-শারঈয়্যাহ’ (শরিয়তে নিষিদ্ধ বিষয়াবলী)।
- ৮। ‘আল-মানহিয়্যাআত আশ-শারঈয়্যাহ’ (যে হারাম কাজগুলোকে অনেকে তুচ্ছ মনে করে)।
- ৯। ‘মাযা তাফআলু ফিল হালালিত তালিয়া’ (এই পরিস্থিতিগুলোতে আপনি কী করবেন)।
- ১০। ‘যাহিরাতু য়াফিল ঈমান’ (ঈমানী দুর্বলতা)
- ১১। ‘ওয়াসায়িলুস সাবাত আলা দ্বীনিলাহ্’ (আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল থাকার উপায়সমূহ)।
- ১২। ‘উরিদু আন আতুবা ওয়া লাকিন’ (আমি তওবা করতে চাই, কিন্তু...)
- ১৩। ‘শাকাওয়া ও ছলুল’ (নানাবিধ সমস্যা ও প্রতিকার)।
- ১৪। ‘সিরা’ মাআত শাহাওয়াত’ (কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে লড়াই)।

[সূত্রঃ ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব (islamqa)]

অনুবাদের কথা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ(ﷺ), তাঁর পরিবার ও তাঁর সহচরদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ(ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।

অতঃপর-

জ্ঞানার্জনের প্রথম ধাপ অনুসন্ধান। বর্তমান এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমাদের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে বা অনুসন্ধান করে আমরা অল্প সময়ে অনেক তথ্য খুঁজে বের করতে পারি। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে লক্ষ রাখা জরুরী। আর তা হলো, জ্ঞানার্জনের উৎসটি নির্ভরযোগ্য কিনা। ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উৎসের গুরুত্ব আরো বেশি। এমনই একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে বরণ্য আলেম শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনায্জিদ(হাফিয়াছল্লাহ) পরিচালিত ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব [Islam Question & Answer (islamqa)] ওয়েবসাইটটি। পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো ধর্ম বা মতাদর্শের মানুষ এই ওয়েবসাইটে ইসলামের ব্যাপারে প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। দ্বীন ইসলামের সকল শাখার ব্যাপারে বিশুদ্ধ আকিদার ভিত্তিতে দলিল-প্রমাণসহ উত্তর প্রদান করা হয় এই ওয়েবসাইটে।

আল্লাহ মনোনিত সত্য দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষের প্রচার-প্রচারণার শেষ নেই। এসব অপ্রপচারের কারণে অনেকের মনেই দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। আবার কখনো কখনো কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতিগুলো

ঠিকভাবে বুঝতে না পেরে অনেকের মনে প্রশ্ন বা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়। এমন অনেক সংশয় ও কৌতুহল নিবারণের জন্য বহু মানুষ islamqa ওয়েবসাইটে প্রশ্ন পাঠান। islamqa কর্তৃপক্ষও এসব প্রশ্নের অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও বিস্তারিত উত্তর প্রদান করে থাকেন। এই উত্তরগুলোতে যে মূল্যবান তথ্যগুলো থাকে সেগুলো জানা সকলের জন্যই জরুরী। কেননা এই প্রশ্নগুলো অনেকের মনেই জাগ্রত হতে পারে। আর দ্বীনের কিছু দিক আছে যেগুলোর ব্যাপারে সকলেরই জ্ঞান থাকা উচিত। দ্বীনের জ্ঞান অর্জন সকলের উপরেই ফরয। আর এই জ্ঞানটুকু অর্জিত না হলে খুবই মুসিবত। বর্তমান এই তথ্য-প্রযুক্তির যুগে যেভাবে ইসলামবিरोধী অপপ্রচারের জোয়ার চলছে, কিছু প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞান না থাকলে ঈমান-আকিদা টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। এই চিন্তা থেকেই islamqaর কিছু প্রশ্নোত্তর প্রবন্ধ বাংলাভাষীদের জন্য অনুবাদ করে বই আকারে আনবার পরিকল্পনা করি। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে islamqa কর্তৃপক্ষের সাথে অনুমতির জন্য যোগাযোগ করি। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁদের থেকে অনুমতি পেয়ে যাই। islamqa র ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের অনুবাদ নিয়ে আমাদের ‘অনুসন্ধান’ বইটি।

বইতে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ, নাস্তিকদের কিছু বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব, ইসলামে নারীদের অবস্থান, আল কুরআন সংরক্ষণ নিয়ে সংশয়ের জবাব, নবী(ﷺ) সম্পর্কে অপবাদে জবাব, তাকদির, জিহাদ, পৃথিবী মানব জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা এবং কুরআন- হাদিসের ব্যাপারে আরো কিছু ভ্রান্তি বা সংশয়ের জবাব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশি পাঠকদের জন্য এই প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষাপট বা স্বরূপ আলোচনা করে প্রতিটি প্রবন্ধের শুরুতেই সংক্ষিপ্তভাবে ‘অনুবাদের ভূমিকা’ উল্লেখ করা হলো। এ ছাড়া পাঠকদের সুবিধার্থে আরো কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও রেফারেন্স ফুটনোটে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এই ফুটনোটগুলো মূল প্রবন্ধের অংশ নয়। এগুলো অনুবাদের পক্ষ থেকে। বইটির অনুবাদ সম্পাদনার পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (হাফিয়াছল্লাহ)। এই বইয়ের একটি প্রবন্ধ ‘বালকের বৃদ্ধ হবার পূর্বেই কিয়ামত শীর্ষক হাদিস নিয়ে সংশয় নিরসন’কে islamqa কর্তৃপক্ষ তাঁদের মূল ওয়েবসাইটে বাংলা সেকশনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধটির অনুবাদ সম্পাদনা করেছেন শায়খ মুহাম্মাদ নুরুল্লাহ তারিফ (হাফিয়াছল্লাহ)।

islamqa ওয়েবসাইটের পেছনে সুদক্ষ আলেম-উলামারা কাজ করে যাচ্ছেন। এর উত্তরগুলোর পেছনে তাঁদের সকলেরই অবদান রয়েছে। আল্লাহ তাঁদের সকলকে

উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। যেহেতু এই উত্তরগুলো শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনায্জিদেদ(হাফিয়াহুল্লাহ) তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে, বইতে প্রবন্ধগুলোর মূল লেখক হিসেবে তাঁর নাম উল্লেখ করা হলো। islamqa ওয়েবসাইটে উত্তরগুলো মূল আরবির সাথে সাথে আরো বিভিন্ন ভাষায় থাকে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আরবি ও ইংরেজি উভয়ের দিকেই লক্ষ রাখবার চেষ্টা করেছি। তবে আরবিতে আমার পর্যাপ্ত দক্ষতা না থাকবার জন্য মূলত ইংরেজির দিকে লক্ষ রেখেই অনুবাদটি করা হয়েছে। অনুবাদ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (হাফিয়াহুল্লাহ) আরবি উত্তরের সঙ্গে অনুবাদগুলো মিলিয়ে যাচাই করেছেন। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বইটির অনুবাদ যাচাইয়ের পেছনে যে পরিমাণ শ্রম এবং সময় দিয়েছেন, এ জন্য ওনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আল্লাহ শায়খকে এ জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করে উত্তম প্রতিদান দিন। বইটির অনুবাদের পেছনে আমরা আমাদের সেরাটাই দিতে চেষ্টা করেছি। তবে আমরা কেউই ভুল-ত্রুটির উর্ধে নই। এরপরেও কারো যদি বইয়ের অনুবাদকর্মে কোথাও কোনো প্রকার ত্রুটি চোখে পড়ে, ‘অনুবাদের কথা’র শেষাংশে উল্লেখিত ই-মেইল অথবা ফেসবুক আইডিতে যোগাযোগ করে সেটি অবহিত করবার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো। ‘অনুসন্ধান’ সিরিজের প্রথম বই এটি। আশা করছি এটিই শেষ নয়। জ্ঞানের অনুসন্ধান দূর হোক অজ্ঞতার অন্ধকার, জিজ্ঞাসার জবাবে হোক সংশয়ের অপনোদন।

এ অনুবাদকর্মে যা যা উত্তম ও উপকারী জিনিস আছে, তা আল্লাহ তা’আলার রহমত ও তাওফিকের কারণে। আর যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে, তা আমার অজ্ঞতা, অযোগ্যতা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করছি তিনি যেন এই প্রবন্ধগুলোর লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক এবং এর সাথে জড়িত সকলের শ্রমসাধনা কবুল করে নেন। এই বইকে সকলের হেদায়েতের মাধ্যম করে দেন। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ(ﷺ) ও তাঁর সহচরগণের উপর। প্রথম ও শেষে সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল ‘আলামিনের।

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

১৭ই রজব ১৪৪২ হিজরী

২রা মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

minar.dawah@gmail.com

<https://www.facebook.com/mdmushfiqur.rahmanminar>

www.response-to-anti-islam.com

স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ

অনুবাদের ভূমিকাঃ এই সুবিশাল পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্বচরাচরের উৎপত্তি কিভাবে হলো? আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি এই সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। অনেক সময় সংশয়বাদী আর অবিশ্বাসীরা প্রশ্ন ছুড়ে দেয় – স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ কী? দ্বীনদার মুসলিমরাও কখনো কখনো এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে ভেবে পান না কিভাবে এর উত্তর দেয়া যেতে পারে। এমন একটি প্রশ্নের উত্তর নিয়েই এই প্রবন্ধটি।

ফতোয়া নং ২৬৭৪৫: আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মের পেছনে হিকমত

প্রশ্নঃ

আমার একজন অমুসলিম বন্ধু জিজ্ঞেস করেছে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ কী। আর কেনই বা তিনি আমাদের এই জীবন দিয়েছেন, এসবের পেছনে উদ্দেশ্য আসলে কী। আমার উত্তরে সে সন্তুষ্ট হয়নি। আমি জানতে চাচ্ছি কিভাবে তাকে উত্তর দেয়া যেতে পারে।

উত্তরঃ

আলহামদুলিল্লাহ।

প্রিয় মুসলিম ভাই, মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াহ দেয়া এবং আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার অস্তিত্বের সত্যতার ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য আপনি যে চেষ্টা চালাচ্ছেন এটি অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। আল্লাহকে জানার প্রচেষ্টা এমন এক জিনিস যা সঠিক ফিতরাত এবং সরল আকলের মধ্যে লুকিয়ে আছে। এমন বহু মানুষ আছে যাদের সামনে একবার যদি সত্য পরিষ্কার হয়, সাথে সাথে তারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে)। আমরা প্রত্যেকেই যদি দ্বীনের

জন্য নিজ নিজ দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করতাম তাহলে বহু কল্যাণ অর্জন সম্ভব হতো। আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি হে মুসলিম ভাই, আপনি তো সেই মিশন পালন করছেন যা নবী-রাসুলগণ (আলাইহিমুস সালাম) পালন করতেন। আর আমরা আপনাকে ওয়াদাকৃত সেই মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দিচ্ছি যে ব্যাপারে নবী(ﷺ) বলে গেছেনঃ

أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

অর্থঃ “তোমাদের দ্বারা যদি একটি মানুষও হিদায়েত প্রাপ্ত হয়, তা হবে তোমার জন্য লাল রঙের উট প্রাপ্তির চেয়েও অধিক উত্তম।” [ইমাম বুখারী(র.) ৩/১৩৪ ও ইমাম মুসলিম(র.) ৪/১৮৭২ বর্ণনা করেছেন।]

এখানে حُمْرُ النَّعَمِ দ্বারা লাল রঙের উটকে বোঝানো হয়েছে আর তা হল সব থেকে সেরা উট।

দ্বিতীয়তঃ

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণের ব্যাপারে আমরা বলবো, যারা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাদের কাছে এটি একদম পরিষ্কার। এ ব্যাপারে দীর্ঘ গবেষণা বা অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন তাদের নেই। আমরা যদি চিন্তা-ভাবনা করি তাহলে দেখতে পাই এ ব্যাপারে প্রমাণগুলো তিন শ্রেণীতে বিভক্তঃ ফিতরাতি বা সহজাত প্রমাণ, অনুধাবনযোগ্য প্রমাণ এবং শারঈ প্রমাণ। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এখন আপনার নিকট এই প্রমাণগুলো ব্যাখ্যা করবো।

১। ফিতরাতি বা সহজাত প্রমাণঃ

শায়খ ইবন উসাইমিন(র.) বলেছেন, “শয়তানের দ্বারা যারা বিপথগামী হয়নি, তাদের জন্য আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে সব থেকে বড় প্রমাণ হলো ফিতরাতি বা সহজাত প্রমাণ। আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

فَأَوَّمُّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

অর্থঃ “তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখো। আল্লাহর সেই ফিতরাতের (প্রকৃতি) অনুসরণ কর; যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।” [আল কুরআন, রুম ৩০ : ৩০]

মানুষের সঠিক ফিতরাত (প্রকৃতি) আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় এবং এ থেকে বিচ্যুত হয় না; যদি না শয়তান তাকে বিপথগামী করে। শয়তানের দ্বারা যে বিপথগামী হয়েছে, সে এই প্রমাণকে না-ও অনুধাবন করতে পারে।

বক্তব্য সমাপ্ত। শারহ সাফারিনিয়াহ থেকে।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভেতর থেকেই অনুভব করতে পারেন যে তার একজন প্রতিপালক এবং সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি মন থেকেই এই স্রষ্টার প্রয়োজন অনুভব করেন। যখন তার উপর খুব বড় কোনো বিপদ নেমে আসে – সে তার হাত, চোখ এবং অন্তরকে আকাশের দিকে নিবদ্ধ করেন। আর কাতরভাবে প্রতিপালকের কাছে সাহায্য চাইতে থাকেন।

২। অনুধাবনযোগ্য প্রমাণঃ

মহাবিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাক্রমের উপস্থিতি। আমাদের চারপাশে যে পৃথিবী আমরা দেখতে পাই, অবশ্যই এর কোনো ঘটনাক্রম রয়েছে। আর এগুলোর প্রথমটি ছিলো সৃষ্টির সূচনা। সব কিছু সৃষ্টির সূচনা। সব কিছু—যেমনঃ বৃক্ষরাজি, পাথর, মানব জাতি, পৃথিবী, আকাশ, সমুদ্র, নদী, ইত্যাদি।

যদি প্রশ্ন করা হয়ঃ কে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন এবং লালন-পালন করলেন?

উত্তর হবেঃ এই সমস্ত কিছু যদি পর্যায়ক্রমিক দুর্ঘটনার দ্বারা কোনো কারণ ছাড়াই এসে থাকে, তাহলে কেউই জানে না কিভাবে এগুলো সৃষ্টি হয়েছে। এটি হচ্ছে একটি সম্ভাব্যতা। এমন আরো সম্ভাব্যতা রয়েছে, যেমনঃ এই সমস্ত কিছু নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছে এবং লালন-পালন করছে। তৃতীয় আরেকটা সম্ভাব্যতা রয়েছে আর তা হলোঃ এমন একজন রয়েছেন যিনি এই সকল কিছুর স্রষ্টা। আমরা যদি এই তিনটি সম্ভাব্যতার দিকে ভালো করে লক্ষ করি তাহলে দেখবো প্রথমটি এবং দ্বিতীয়টি অসম্ভব। আমরা যদি প্রথম দুইটি সম্ভাব্যতাকে নাকচ করি, তাহলে অবশ্যই তৃতীয়টিই সঠিক হবেঃ এই সব কিছুর একজন স্রষ্টা আছেন যিনি এদের সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এই কথাটিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারিমে এভাবে বলেছেন,

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْفِقُونَ . أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ؕ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

অর্থঃ “তারা কি শ্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই শ্রষ্টা? না কি তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী।” [আল কুরআন, তুর ৫২ : ৩৫-৩৬]

এই সুবিশাল সৃষ্টিজগতের উৎপত্তি হয়েছে কবে? এতোগুলো বছর ধরে এদেরকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখলেন এবং তাদের টিকে থাকার সব উপকরণ সরবরাহ করলেন কে?

এর উত্তর হচ্ছেঃ তিনি আল্লাহ। তিনি প্রত্যেকের জন্য উপযোগী সমস্ত কিছু সরবরাহ করেছেন এবং এদের টিকে থাকা নিশ্চিত করেছেন। ভেবে দেখুন, পৃথিবীর মনোরম সবুজ গাছপালার কথা। আল্লাহ যদি এদের পানির সরবরাহ বন্ধ করে দেন, এরা কি বেঁচে থাকতে পারবে? না, বরং এমনটি হলে এরা শুকনো খড়কুটোয় পরিনত হবে। যদি গভীরভাবে বিষয়টি ভেবে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এরা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ না থাকলে এরা কেউই থাকতো না।

যে যেই কাজের উপযোগী, আল্লাহ তাকে ঠিক সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। যেমন, উটকে সৃষ্টি করা হয়েছে বাহন হিসেবে। আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ . أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

অর্থঃ “তারা কি দেখে না যে আমার হাতে তৈরি জিনিসগুলোর মধ্যে আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত পশু আর এখন তারা এগুলোর মালিক! এবং আমি এগুলিকে ওদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কিছু ওদের সওয়ারী এবং কিছু ওদের খাদ্য।” [আল কুরআন, ইয়াসিন ৩৬ : ৭১-৭২]

উটের দিকে লক্ষ করুন, আল্লাহ কেমন শক্তিশালী করে একে সৃষ্টি করেছেন। এর পিঠকে এমনভাবে সমান করেছেন যাতে একে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আল্লাহ উটকে এমন উপায়ে সৃষ্টি করেছেন যে এই পশু অত্যন্ত কঠিন পরিবেশের মধ্যেও টিকে থাকতে পারে। অন্য অনেক পশু যা পারে না। যদি সৃষ্টিকূলের অন্যান্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহলে অনুধাবন করতে পারবেন তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, এর জন্য কী সুন্দরভাবেই না তারা উপযোগী, সুবহানাল্লাহি তা’আলা!

অনুবাধনযোগ্য প্রমাণের আরো উদাহরণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারিঃ

মানুষের উপর যে নানা বিপদাপদ নেমে আসে, এটাই একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। যেমন ধরুন, মানুষ যখন আল্লাহকে ডাকে আর আল্লাহ তার প্রার্থনায় সাড়া দেন – এটা আল্লাহর অস্তিত্বের একটি প্রমাণ। শায়খ ইবন উসাইমিন(র.) বলেছেন, “নবী(ﷺ) যখন বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন, তিনি বলছিলেনঃ

“اللَّهُمَّ اغْنِنَّا، اللَّهُمَّ اغْنِنَّا...”

(হে আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দিন)।

তখন আকাশে মেঘ করলো এবং তিনি মিস্রার থেকে নামবার আগেই বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। এটা স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে একটি দলিল।”

বক্তব্য সমাপ্ত। শারহ সাফারিনিয়াহ থেকে।

৩। শারঈ প্রমাণঃ

এর দ্বারা বিভিন্ন শরিয়তের অস্তিত্বের কথা বোঝানো হচ্ছে। শায়খ ইবন উসাইমিন(র.) বলেছেন, “যতোগুলো (পূর্বে নাজিলকৃত) শরিয়ত রয়েছে, এর সবগুলোই একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। এই শরিয়তগুলো তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান, হিকমত এবং রহমতের সাক্ষ্য দেয়।^[১] এই শারঈ আইনগুলোর অবশ্যই একজন প্রণেতা রয়েছে। আর এই শরিয়তের প্রণেতা হচ্ছেন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা।”

বক্তব্য সমাপ্ত। শারহ সাফারিনিয়াহ থেকে।

“আল্লাহ কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন?” – আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে বলবোঃ

– যাতে আমরা তাঁর ইবাদত করতে পারি। তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পারি, তাঁকে স্মরণ করতে পারি। তিনি আমাদেরকে যা যা আদেশ করেছেন তা পালন করতে পারি। মানুষের মধ্যে বহু লোক মুসলিম আবার বহু লোক কাফির। কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে তারা তাঁর ইবাদত করে নাকি অন্য কারো

[১] যদিও পূর্বে নাজিলকৃত আসমানী কিতাবগুলো বিকৃত হয়ে গেছে, কিন্তু এগুলোর একটা সত্য ভিত্তি রয়েছে। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কিতাবগুলো বিকৃত হলেও এর সকল তথ্য মিথ্যা নয়। পূর্বের শরিয়তের কিছু সত্য তথ্য এখনো এগুলোতে অবশিষ্ট আছে। এগুলোতে অজস্র বৈপরিভ্য থাকলেও এই কিতাবগুলো এক-অদ্বিতীয় একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। এই তথ্যকে আল কুরআন সত্যায়ন করে।

ইবাদত করে। আর এই পরীক্ষা হয় আল্লাহ সবার নিকট সঠিক পথ পরিষ্কার করে দেবার (অর্থাৎ তার নিকট ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছাবার) পরে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

অর্থঃ “যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য—
কে তোমাদের মধ্যে আমার দিক থেকে উত্তম? তিনি পর্যক্রমশালী, ক্ষমাশীল।”
[আল কুরআন, মুলক ৬৭ : ২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থঃ “আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার
ইবাদত করবে।” [আল কুরআন, যারিয়াত ৫১ : ৫৬]

আমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করছি তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাকে এমন কাজ করবার তাওফিক দেন যা তিনি পছন্দ করেন এবং যার উপর তিনি সন্তুষ্ট। তিনি আমাদেরকে আরো বেশি করে দাওয়াহ এবং তাঁর দ্বীনের জন্য কাজ করবার তাওফিক দিন।

আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর উপর সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

এবং আল্লাহই সর্বোত্তম জানেন।

মূল ফতোয়ার লিঙ্কঃ

আরবিঃ <https://islamqa.info/ar/26745/>

ইংরেজিঃ <https://islamqa.info/en/26745/>

মক্কা-মদীনায় কি মহামারী হতে পারে ?

অনুবাদের ভূমিকাঃ পৃথিবীর অন্য সকল ভূখণ্ডের মতো মক্কা-মদীনাতেও মাঝে মাঝে বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের বিস্তার দেখা যায়। এমন একটি হাদিস রয়েছে যার অনুবাদ দেখলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এখানে বলা হচ্ছে মক্কা-মদীনায় কোনো মহামারীর বিস্তার হবে না। আসলেই কি ব্যাপারটি তাই? বিশেষ করে করোনা ভাইরাসজনিত মহামারীর সময়টিতে এ ব্যাপারে অনেকের মনেই প্রশ্নের উদয় হয়। *কোনো কোনো ইসলামবিদ্বৈতকেও দেখা যায় হাদিসের সঠিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে।*

ফতোয়া নং ১৩১৮৮৭: মক্কা ও মদীনা কি সোয়াইন ফ্লু জাতীয় মহামারী ও প্লেগ থেকে সুরক্ষিত?

প্রশ্নঃ

মক্কা-মদীনায় কি সোয়াইন ফ্লু কিংবা অন্যান্য মহামারী ও প্লেগ সংক্রমণ হওয়া সম্ভব? নাকি মক্কা-মদীনা মহামারী থেকে সুরক্ষিত?

উত্তরঃ

আলহামদুলিল্লাহ।

মক্কা ও মদীনা মহামারী থেকে পূর্ণরূপে সুরক্ষিত নয়। উমার (রা.) এর খিলাফতকালে একবার মদীনায় মহামারী (ওয়াবা - وباء) দেখা দিয়েছিলো। ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেছেন (২৬৪৩),

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : (أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا دَرِيْعًا ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ...

অর্থঃ আবুল আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, “একবার আমি মদীনায আসলাম। সেখানে তখন মহামারী দেখা দিয়েছিল। এতে ব্যাপক হারে লোক মারা যাচ্ছিল। আমি ‘উমার (রা.)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম।...”

دَرِيْعٌ দ্বারা “অতি দ্রুত” বোঝানো হচ্ছে।

তবে নবী (ﷺ) থেকে এটি প্রমাণিত যে মদীনায কখনো প্লেগ (الطاعون- ত্বউন) প্রবেশ করবে না। হাদিসের কোনো কোনো ভাষ্য অনুযায়ী এটি মক্কাতেও প্রবেশ করবে না।

ইমাম বুখারী(র.) [১৮৮০] এবং ইমাম মুসলিম(র.) [১৩৭৯] বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ)

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল(ﷺ) বলেছেনঃ মদীনার দ্বারে ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে। ওতে কখনও প্লেগ দেখা দেবে না আর দাজ্জালও প্রবেশ করবে না।

হাফিজ [ইবন হাজার(র.)] তাঁর ‘ফাতহ’ এ বলেছেন,

আবু হুরায়রা(রা.) এর হাদিসের কিছু বর্ণনায় বলা হয়েছে, “মদীনা ও মক্কা যাবার রাস্তাগুলো ফেরেশতা দ্বারা পূর্ণ। প্লেগ আর দাজ্জাল কোনোটিই এই দুই শহরে প্রবেশ করবে না।” উমার ইবন শাব্বাহ ‘কিতাব মাক্কাহ’তে বর্ণনা করেছেনঃ শুরাইহ ফুলাইহ এর থেকে, তিনি আলা ইবন আব্দুর রহমান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা আবু হুরায়রা(রা.) থেকে, তিনি নবী (ﷺ) থেকে - এই সনদে। এই সনদের সকল ব্যক্তি সহীহ।^{১৮}

[১৮]. তবে ইমাম ইবন কাসির(র.) এবং আরো অনেক আলোমের এর মতে মক্কা প্লেগ থেকে সুরক্ষিত থাকার কথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। শুধুমাত্র মদীনা প্লেগ থেকে সুরক্ষিত থাকবার বিবরণ বিশুদ্ধ। ইবন কাসির(র.) বলেছেন, “এটি ‘গারিব জিদান’; হাদিসে মক্কা এবং প্লেগের উল্লেখ থাকার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত নয়।” [আন নিয়াহা ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬১]